গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন

প্রতিবেদন

mvi-ms‡ÿc

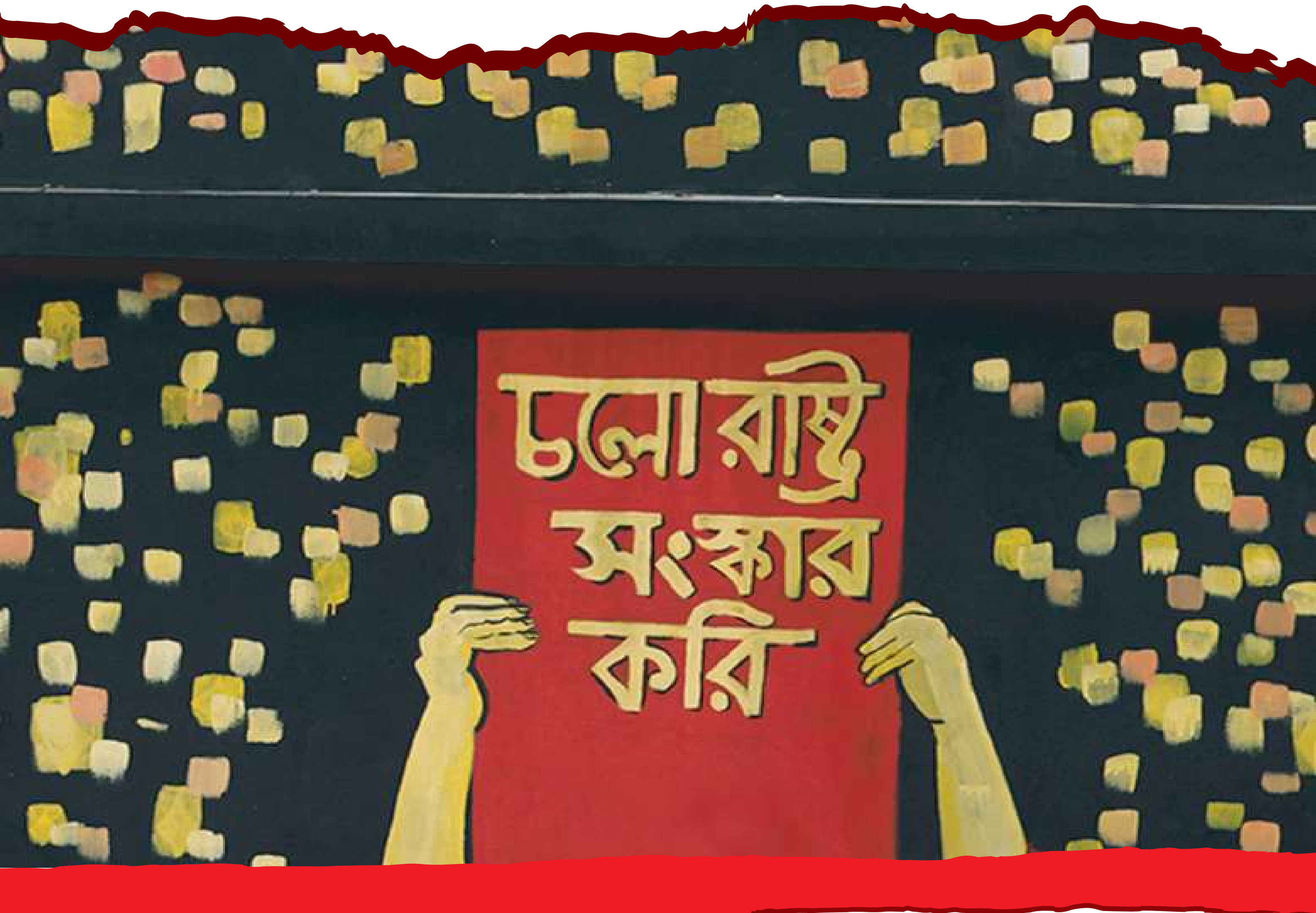

এপ্রিল ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন

প্রতিবেদন

mvi-ms‡ÿc

এপ্রিল ২০২৫

প্রকাশক

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

প্রচ্ছদ

চব্বিশের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে ব্যবহৃত গ্রাফিতি চিত্র আলোকে

মুদ্রণ সমন্বয়

মহাপরিচালক, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

বর্ণ বিন্যাস

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

বাঁধাই

বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয় (বিজি প্রেস)

মুদ্রণ

বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয় (বিজি প্রেস)

মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

উৎসর্গ

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে সকল শহীদ, আহত এবং অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত

সারা বাংলার সকল বারুদ ধারণ করেছে এক সাঈদের বুক
সকল তরুণের হৃদ ক্যানভাসে আজ এক সাঈদের মুখ।
সাঈদ এখন অনাগত দিনের কোটি তরুণের হৃদ স্পন্দন
সাঈদ এখন মুক্তিকামী কোটি তরুণের বিজয় কেতন।

তোফায়েল আহমেদ
২১ জুলাই, ২০২৪

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা মহোদয়ের শুভেচ্ছা বার্তা

জাতীয় ও স্থানীয়ভাবে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, সুসংহত একটি গণতান্ত্রিক ও স্থিতিশীল সমাজ বিনির্মান এবং অব্যাহত সুশাসন, সেবা ও উন্নয়নের টেকসই ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য স্থানীয় সরকার ও শাসন ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশে দক্ষ ও একটি সেবামুখী গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার পথে আইন, কাঠামো এবং চর্চাগত নানা বাধা-বিপত্তি রয়েছে। এ ব্যবস্থা কিছুটা আমাদের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা, আর বেশীর ভাগই চর্চা ও সংস্কৃতিগত অমনোযোগীতা ও উদাসিনতা।

জুলাই গণঅভূত্থানের পর এসব বাধা অপসারণ করে অন্যান্য বিষয়ের মতো স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে নতুন বাংলাদেশের উপযোগী করে বিশ্বমানে উন্নীত করার অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সে সুযোগ গ্রহণ করে স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন জাতির ভবিষ্যত পথ নির্মাণের ও স্থানীয় সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নানা বিষয় যথা স্থানীয় সরকার আইন, কাঠামো, কার্য, অর্থ, নারী পুরুষের সর্বজনীন অংশগ্রহণ, পার্বত্য অঞ্চলসহ সারা দেশের সকল জাতি গোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণ, নতুন প্রতিষ্ঠানিক চর্চা এবং পুরানো প্রথা প্রতিষ্ঠানসমূহ সংস্কারের রুপরেখাসহ অনেক গুলো মৌলিক আইনের খসড়াও তৈরি করে দিয়েছে।

আমি আশা করি দেশের নাগরিক সমাজ স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনসহ এগারোটি কমিশনের সুপারিশসমূহ গভীরভাবে বিবেচনা করবে, যা আমাদের আগামী দিনের বাংলাদেশকে গড়ার পথে একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক হয়ে থাকবে।

আমি স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের প্রধান প্রফেসর তোফায়েল আহমেদ-সহ সকল সদস্যদের তাদের এ অমূল্য অবদানের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আশা করি দেশ ও জাতি এ দলিলের সর্বোত্তম ব্যবহার করে প্রভুত সফলতা অর্জন করবে।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস
প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরম করুণাময় মহান আল্লাহর নামে

মাননীয় কমিশন প্রধানের ভূমিকা

মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল প্রত্যাশা ও স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে স্বৈরাচারী ও ফ্যাসিবাদী একটি অশুভ শক্তি দেশের গণতন্ত্র ও সকল গণতান্ত্রিক প্রথা-প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে পুরো জাতিকে এক কালো গহ্বরে ঠেলে দিয়েছিল। জুলাই ২০২৪ এর অভ্যুত্থানের পর পুনরায় এক নতুন বাংলাদেশের স্বপ্নে জাতি জেগে উঠেছে। সে নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান সিঁড়ি রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের নানামুখি সংস্কার।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা জনগণের দোড়গোড়ার সরকার। এ ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে কার্যকর ছিল না। প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সংস্কারকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে এ বিষয়ে সংস্কারের সুপারিশ প্রণয়নের জন্য একটি কমিশন গঠন করেছেন।

এ কমিশনে অংশগ্রহণ করে জাতীয় দায়ীত্ব পালনের সুযোগ প্রদানের জন্য মাননীয় প্রধান উপদেষ্টাসহ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা। আমরা এটিকে গতানুগতিক সরকারি কাজের কোনো দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করিনি। এটি আমাদের কাছে ছিল পবিত্র ইবাদতের অংশ। বরং সকল ঐকান্তিকতা, প্রচেষ্টা ও সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে আমরা অতি অল্প সময়ে এ প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করেছি। কতটুকু সফল হয়েছি তা আমাদের বিচার্য নয়, তবে জাতি ব্যর্থ হবে না। জাতি প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নে সম্পুর্ণ সফলকাম হবে।

কমিশন প্রণীত প্রতিবেদনকে দুটি অংশে ভাগ করে দুইটি পৃথক খন্ড প্রকাশ করা হয়েছে। প্রথম অংশে সরসরি স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত তেরোটি অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অংশে বিবিএস পরিচালিত জরিপসহ আরো ছয়টি অধ্যায় রয়েছে। তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণাত্মক অধ্যায়গুলোর আলোকে একীভূত স্থানীয় সরকার আইনের একটি খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। সে খসড়াটি “স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন) অধ্যাদেশ ২০২৫” নামে প্রতিবেদনের দ্বিতীয় খন্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মূল বর্ণনা, বিশ্লেষণ ও সুপারিশসমূহ প্রতিবেদনের প্রথম খন্ডে এবং বিভিন্ন অধ্যায়ের সুপারিশের আলোকে তিনটি পূর্ণাঙ্গ আইন ও পার্বত্য তিনটি জেলা পরিষদের তিনটি আইনের সংশোধনীর খসড়া প্রস্তাব পৃথকভাবে দ্বিতীয় খন্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে। তাছাড়া অন্য তিনটি আইন হচ্ছে স্থানীয় সরকার কমিশন আইন/অধ্যাদেশ ২০২৫, জাতীয় ভৌত অবকাঠামো ও ভূমি ব্যবহার অধ্যাদেশ ২০২৫ ও পার্বত্য তিন জেলা পরিষদ আইনের তিনটি সংশোধনী।

তবে দীর্ঘদিনের প্রচলিত অভ্যাস ও প্রতিষ্ঠিত প্রথাগত প্রতিবদ্ধকতাসমূহ পরিবর্তনে অনেকের অনাগ্রহ থাকে এবং নতুন বিষয় সহজে গ্রহণের ক্ষেত্রেও স্বাভাবিক জড়তা ও দ্বিধা-দ্বন্দ থাকে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, দেশে তৃণমূল থেকে উন্নততর গণতান্ত্রিক প্রথা ও প্রতিষ্ঠান গড়ার পথে এ কমিশনের নানা সুপারিশ দেশে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করবে।

স্থানীয় সরকার কমিশনসহ অপর ১০টি কমিশনের সুপারিশসমূহ দেশের সকল মহলের সুবিবেচনা লাভ করুক এবং মহান আল্লাহর কাছে এদেশে অর্থবহ একটি সমতাভিত্তিক গণতান্ত্রিক শাসন, ন্যায়বিচার ও সুশাসনের রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ সুপ্রতিষ্ঠিত হোক, এ প্রার্থনা করি।

অধ্যাপক ড. তোফায়েল আহমেদ
কমিশন প্রধান
স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন

স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন - সদস্যবৃন্দ

(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

আবদুর রহমান
সদস্য এবং
অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট।

ড. মাহফুজ কবীর
সদস্য এবং
পরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল
এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ, রমনা, ঢাকা

মাশহুদা খাতুন শেফালী
সদস্য এবং
নির্বাহী পরিচালক, নারী উদ্যোগ কেন্দ্র,

ড. মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম
সদস্য এবং
অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা

ড. কাজী মারুফুল ইসলাম
সদস্য এবং
অধ্যাপক, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইলিরা দেওয়ান
সদস্য এবং
লেখক ও মানবাধিকার কর্মী

ড. ফেরদৌস আরফিনা ওসমান
সদস্য এবং
অধ্যাপক, লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন
সুপারিশমালার সারাংশ

স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের প্রধান প্রধান ৬০টি সুপারিশ নিম্নে প্রদত্ত ছকে যৌক্তিকতাসহ প্রতিবেদনের সারাংশ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে এ ৬০টি প্রধান সুপারিশকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার অবকাশ নেই। যেমন, সারাংশে সন্নিবেশিত সুপারিশ নং- ২, ৩, ৪, ৬ ও ৭ বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হলে মূল প্রতিবেদনের অধ্যায় ৩, ৪ ও ৫-এর প্রায় ৫০ এর অধিক সুপারিশের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। এভাবে ১৮টি অধ্যায়ে এ প্রতিবেদনের প্রতিটি অধ্যায়ে গড়ে ১০টি করে ধরা হলে প্রায় ১৮০টি সুপারিশ রয়েছে। এই ১৮০টি সুপারিশ থেকে আলাদা করে প্রধান প্রধান ৬০টি নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

স্থানীয় সরকার সংগঠন ও আইন

ক্র:নং	সংস্কারের বিষয়	মন্তব্য
১.	গ্রামীণ স্থানীয় সরকারের তিনটি স্তর ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ এবং নগর স্থানীয় সরকারের দুইটি প্রতিষ্ঠান পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন বহাল থাকবে।	এই মূহূর্তে বিরাজিত স্তর কাঠামোতে পরিবর্তন কাম্য নয়। তবে দীর্ঘ মেয়াদে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের স্তর বিন্যাস ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হ্রাস করার বিষয়ে গবেষণা করার প্রয়োজন হবে।
২.	স্থানীয় সরকারের ৫(পাঁচ)টি প্রতিষ্ঠান, যথা: ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহের জন্য একটি সহজ, স্বচ্ছ, অন্তর্ভুক্তিমূলক সমজাতীয় গণতান্ত্রিক সাংগঠনিক কাঠামোতে রূপান্তরের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত কাঠামোসমূহের পাঁচটি ছক প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত করা হলো। এই কাঠামোগুলো নতুন অধ্যাদেশ প্রণয়ন সাপেক্ষে অবিলম্বে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া যায়। এ লক্ষ্যে একটি অধ্যাদেশের খসড়া ও মূল প্রতিবেদনের দ্বিতীয় খন্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে (পাঁচটি ছক শেষে সংযুক্ত করা হলো)। (অধ্যায়- তিন, চার ও পাঁচ)	• এ প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সংগঠনসমূহ অনেক বেশি গণতান্ত্রিক, দক্ষ ও কার্যকর হবে। • নির্বাচন পদ্ধতি সহজতর হবে। • জবাবদিহিতা সুনির্দিষ্ট হবে।
৩.	স্থানীয় সরকারের ৫(পাঁচ)টি প্রতিষ্ঠান, যথা: ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এ প্রতিষ্ঠানগুলোর পৃথক পাঁচটি আইন রয়েছে। রয়েছে শতাধিক অধঃস্তন আইন, অসংখ্য বিধি ও প্রজ্ঞাপন। এই আইনের জঞ্জাল স্থানীয় সরকার কার্যকরের একটি প্রধান বাঁধা, তাই কমিশন এই ৫(পাঁচ)টি আইনকে একটি সমন্বিত আইনে একীভূত করার সুপারিশ করছে। ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের জন্য একটি একক আইন হতে পারে। এ আইনটির খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। আইনটির শিরোনাম হতে পারে- "স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন) অধ্যাদেশ ২০২৫"। (অধ্যায়- তিন, চার, পাঁচ ও খসড়া অধ্যাদেশের জন্য দ্বিতীয় খন্ড দেখুন)	পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে অধ্যাদেশ আকারে জারি করা যাবে।
৪.	এই একীভূত আইনটি অধ্যাদেশ আকারে জারি হলে একটি একক তফসিলে ৫(পাঁচ)টি প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন একসাথে করা সম্ভব হবে। নির্বাচন প্রক্রিয়ার প্রবাহ চিত্র সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।	একই তফসিলে নির্বাচন করা সম্ভব হলে নির্বাচনী ব্যয় এক-চতুর্থাংশে নেমে আসবে। নির্বাচনে জনবল নিয়োগ ১৯ লাখ থেকে ৯ লাখে, সময় ২২৫ দিনের পরিবর্তে ৪৫ দিনে নেমে আসবে এবং পাঁচ বছরে

ক্র:নং	সংস্কারের বিষয়	মন্তব্য
	(অধ্যায়- ছয়)	একবার শুধু একটি নির্বাচন অনুষ্ঠান প্রয়োজন হবে।
৫.	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নির্বাচনটি সরকার একটি সুবিধাজনক ও যৌক্তিক সময়ে অনুষ্ঠিত করতে পারে। তবে একক তফসিলে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে একটি অধ্যাদেশ বা আইনের মাধ্যমে বিরাজিত সকল স্থানীয় সরকার সংস্থা বিলুপ্ত করতে হবে।	একটি নতুন আইন/অধ্যাদেশ পাশ হবে। সে আইন/অধ্যাদেশের অধীন নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে হবে।
৬.	ইউনিয়ন পরিষদের জনসংখ্যা ও আয়তনের ভিত্তিতে ওয়ার্ডের সংখ্যা পুনঃনির্ধারণ করা প্রয়োজন। বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদের জনসংখ্যা সর্বোচ্চ ৪,৭৫,০০০ থেকে সর্বনিম্ন প্রায় ৫,০০০ জনগোষ্ঠী পর্যন্ত বিস্তৃত। এক্ষেত্রে ওয়ার্ডের সীমানা ও জনসংখ্যা পুনঃনির্ধারণ ব্যতীত ইউনিয়ন পরিষদকে কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব। তাই প্রতিটি ওয়ার্ডে জনসংখ্য ১,২০০-১,৫০০ জন ধরে ইউনিয়ন পরিষদসমূহ সর্বনিম্ন ৯টি থেকে সর্বোচ্চ ৩৯টি পর্যন্ত ওয়ার্ড হতে পারে। এ বিষয়টিকে মূল্যায়ন করে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় আশু উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। (অধ্যায়- তিন ও চার)	ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা বৃদ্ধি কাম্য নয়। তাতে সরকারি ব্যয় বাড়ে। কিন্তু সেবা বাড়ে না। জনসংখ্যা অনুপাতে ওয়ার্ড ও বাজেট বাড়িয়ে সে সমস্যা সমাধান করা যায়।
৭.	উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদের সদস্য নির্বাচনের সুবিধার্থে উভয় পরিষদের ওয়ার্ড পদ্ধতি কার্যকর করার সুপারিশ করা হলো। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলা পরিষদের তিনটি ওয়ার্ড হিসেবে পরিগণিত হবে এবং একটি উপজেলা জেলা পরিষদের তিনটি নির্বাচনী ওয়ার্ডে বিভক্ত হতে পারে। (অধ্যায়- তিন ও চার)	উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদের সুনির্দিষ্ট ওয়ার্ড সৃষ্টি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হতে পারে। জনগণ সরাসরি উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদে সদস্য নির্বাচিত করতে পারবে।
৮.	ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহে $\frac{১}{৩}$ (এক তৃতীয়াংশ) ওয়ার্ড নারীদের জন্য সংরক্ষণ করা হবে এবং তা ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে তিনটি নির্বাচনে একটি সংস্থার সকল ওয়ার্ডের নির্বাচন সম্পূর্ণ হবে। এ ঘূর্ণায়মান নারীর সংরক্ষিত ওয়ার্ড ব্যবস্থা আগামী তিন নির্বাচনের পর পুনর্মূল্যায়ন হতে পারে। (অধ্যায়- তিন, চার ও এগারো)	এ্যাডভোকেট রহমত আলী কমিশন ১৯৯৭ এর সুপারিশ অনুযায়ী সংরক্ষিত ৩টি নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিধান করা হয়। ১৯৯৭ সালে স্থানীয় সরকার আইন (ইউনিয়ন পরিষদ) এর দ্বিতীয় সংশোধনের মাধ্যমে পরিবর্তন আনা হয়। এর ফলে ১৯৯৭ সালে ৪৫,০০০ নারী ৪,২৭৬টি ইউনিয়ন পরিষদে প্রতিযোগিতা করে ১২,৮২৮টি আসনে নির্বাচিত হন। কিন্তু সংরক্ষিত নারী আসনের সঙ্গে তিনটি সাধারণ আসন সাংঘর্ষিক হওয়ায় এই বিধানটি বিগত ২৭ বছর যাবত অকার্যকর ব্যবস্থা হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গতিশীল ও শক্তিশালীকরণ কমিটি-২০০৭ সালে এই ব্যবস্থাটি পর্যালোচনা করে এই বিধানটির পরিবর্তে মোট ওয়ার্ড সংখ্যার শতকরা ৪০ ভাগ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত করার সুপারিশ করে। এই সুপারিশ মোতাবেক স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ), নগর স্থানীয় সরকার পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন অধ্যাদেশ, ২০০৭ এ ৪০ ভাগ আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিধান অন্তর্ভূক্ত করা হলেও অদ্যাবধি তা

ক্র:নং	সংস্কারের বিষয়	মন্তব্য
		বাস্তবায়ন করা হয় নাই।
৯.	স্থানীয় সরকার (ইউনয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯-এ ৬৩ ধারার অধীন তৃতীয় তফসিলে ৭টি মন্ত্রণালয়ের ৯টি অধিদপ্তরের ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারি ইউনিয়ন পরিষদে হস্তান্তর (ট্রান্সফার) করার কথা। কিন্তু অদ্যাবধি ঐ অধিদপ্তরগুলোর কর্মকর্তা-কর্মচারি হস্তান্তরিত হয়নি। অবিলম্বে এই ৯টি অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণকে ইউনিয়ন পরিষদে হস্তান্তর করার সুপারিশ করা হলো। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এ বিষয়ে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করতে পারে। (অধ্যায়- তিন ও চার)	৭টি মন্ত্রণালয়ের ৯টি অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণের অফিস ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে শূন্য পড়ে আছে। স্থানীয় পর্যায়ে সেবা প্রদানও ব্যাহত হচ্ছে। এ বিষয়টি ২০০৯ সন থেকে বিভিন্ন পর্যায় থেকে দাবি আকারে পেশ করা হয়েছে।
১০.	স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) আইন, ২০০৯-এর ধারা ২৪-এর অধীন তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী সরকারের উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত ১৭টি দপ্তরের কার্যাদি, জনবল ও অর্থ পরিষদের তহবিলে হস্তান্তর করার বিধান করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কোন অসামঞ্জস্য বা সমস্যা দেখা দিলে তা নিরসনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের স্থায়ী কমিটি করা আছে। বর্তমানে দৃশ্যতঃ দপ্তর স্থানান্তরিত হলেও কার্য ও অর্থ উপজেলা পরিষদে হস্তান্তরিত হয়নি। ফলে উপজেলা পরিষদ প্রকৃত অর্থে অকার্যকর। অবিলম্বে এ বিষয়ে অর্থ, জনবল ও কার্যাদি সম্পূর্ণভাবে হস্তান্তরের সুপারিশ করা হলো। (অধ্যায়- তিন, চার ও পাঁচ)	উপজেলা পরিষদে বর্তমানে কার্যত: কোন প্রশাসনিক জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা নেই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রায় ৫০ শতাংশ চিকিৎসক নিয়মিতভাবে অনিয়মিত। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের প্রায় ৪০ শতাংশে প্রধান শিক্ষকবিহীন এবং বিদ্যালয়সমূহে সহকারী প্রধান শিক্ষকের কোনো পদ নেই। মন্ত্রিপরিষদের বিভাগের ঐ কমিটি অবিলম্বে বিষয়টি মূল্যায়ন করে দেখতে পারেন।
১১.	২০০০ সালের আইন অনুযায়ী গঠিত জেলা পরিষদ একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ সদৃশ প্রতিষ্ঠান। এখানে জেলায় কর্মরত উন্নয়ন ও সেবামূলক দপ্তর-অধিদপ্তরের সাথে জেলা পরিষদের কোন সংযোগ নেই। অপরদিকে, ব্যাপক কারচুপির নির্বাচনের কারণে জনগণের সাথেও জেলা পরিষদের কোন সম্পর্ক সৃষ্টি হয়নি। জেলা পরিষদ পুনর্গঠনের ব্যাপারে কমিশনের অনেক সুপারিশ রয়েছে। তন্মধ্যে দুটি প্রধান সুপারিশ বাস্তবায়নের প্রাথমিক প্রস্তুতি গ্রহণের সুপারিশ করা হচ্ছে। ক) পার্বত্য তিন জেলা পরিষদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সমতলের সকল জেলায় কর্মরত সরকারি বিভাগ/অধিদপ্তর/দপ্তরগুলোর কার্য (Function), জনবল (Functionary), অর্থ (Fund) সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদে হস্তান্তর করা, এবং খ) জেলা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ ও জেলা বাজেট প্রণয়ন পদ্ধতির একটি রূপরেখা এ প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়েছে তা বাস্তবায়নের আইনি উদ্যোগ নেয়া। (অধ্যায়- তিন ও চার)	জেলা পরিষদকে শক্তিশালী ও কার্যকর করার এটি একটি প্রধান পদক্ষেপ। একটি জেলায় জাতীয় সরকারের কাজ ও অর্থ ব্যয়ের একটি সামগ্রিক চিত্র জাতি দেখতে পাবে। জেলায় একটি আনুভূমিক পরিকল্পনা হওয়ার কারণে জেলাভিত্তিক অনেক কাজ জাতীয় সরকারকে করতে হবে না।
১২.	দেশের সমতলের ৬১টি জেলায় একটি সমন্বিত জেলা পরিকল্পনা কাঠামো ও জেলা বাজেট প্রণয়ন করে জেলার সকল সরকারি ব্যয় দৃশ্যমান করতে হবে (অধ্যায়-চার)।	

ক্র:নং	সংস্কারের বিষয়	মন্তব্য
মন্ত্রণালয় ও তার অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং কার্যাবলীর পুনর্গঠন		
১৩.	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের বর্তমান নাম ও তার অধীনে পরিচালিত দুইটি বিভাগের কার্যাবলি ও কাঠামো পরিবর্তন করা হবে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন এবং সমবায় মন্ত্রণালয়ের (MOLGRDC) পরিবর্তে মন্ত্রণালয়ের নামকরণ **'স্থানীয় সরকার, জনসংগঠন ও জনপ্রকৌশল সেবা'** (Ministry of Local Government, Public Institutions and Public Services Engineering(MOLGPI & PSE) মন্ত্রণালয় করা যেতে পারে। উক্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনে দুটি বিভাগ থাকবে- (১) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের পরিবর্তে বিভাগের নাম **"স্থানীয় সরকার ও জনপ্রতিষ্ঠান বিভাগ"** (Local Government and Public Institution Division) এবং (২) স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিবর্তে **'জনপ্রকৌশল সেবা বিভাগ'** (Public Service Engineering Division)।	● মন্ত্রণালয়কে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও স্মার্ট মন্ত্রণালয়ে রূপান্তর করা যাবে। ● মন্ত্রণালয়ের অধিভূক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর যৌক্তিকীকরণ ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিমূখি হবে।
	"স্থানীয় সরকার ও জনপ্রতিষ্ঠান বিভাগ" (Local Government and Public Institution Division) স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন ইত্যাদি) প্রশাসন ও উন্নয়ন তত্ত্বাবধান সংশ্লিষ্ট কার্যাদি; স্থানীয় শাসন ও সেবা প্রদানকে শক্তিশালী করা; স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্থাপন ও প্রশাসনিক বিষয়াবলি এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থায়ন, তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন, দেশের সমবায়, পল্লী উন্নয়ন ও সকল সমষ্টিক উন্নয়নের প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল তথা এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এবং সমবায় সংশ্লিষ্ট কার্যাদি সম্পন্ন করবে। **"জনপ্রকৌশল ও সেবা বিভাগ"** (Public Service Engineering Division) মূলত এলজিইডি, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও দেশের সকল ওয়াসা কার্যালয়সমূহের কার্যাদি, বড় ও মাঝারি শহরের অর্থাৎ সিটি কর্পোরেশন ও জেলা শহরের বাইরের সারাদেশের ভৌত অবকাঠামো পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, ভূমি ব্যবহার আইন বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তা প্রদান, পল্লী এলাকার ব্রিজ, কালভার্টসহ সড়ক ও সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলি; গ্রামীণ অবকাঠামো, কৃষি সহায়তা, পানি, স্যানিটেশন এবং শিক্ষার জন্য নীতি বাস্তবায়ন	● অপ্রয়োজনীয় অনেক বিষয় কাটছাট হবে। ● প্রয়োজনীয় অনেক বিষয় যুক্ত হবে। ● নতুন একটি অধিদপ্তর যুক্ত হবে এবং পুরনো চারটি সংস্থা দুইটি সংস্থায় একীভূত হতে পারে।

ক্র:নং	সংস্কারের বিষয়	মন্তব্য
	করবে।	
১৪.	স্থানীয় সরকার, সমবায় ও অন্যান্য তৃণমূল জন-সংগঠন যাতে সমন্বিতভাবে কাজ করতে পারে সেজন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে স্থানীয় সরকার বিভাগে স্থানান্তর করার সুপারিশ করছে। (অধ্যায়-চৌদ্দ)	এনজিও যেহেতু জনসংগঠন তার ব্যবস্থাপনা স্থানীয় সরকার ও জনসংগঠন বিভাগের আওতাধীন হওয়া সমীচীন।
১৫.	সমবায় আন্দোলনকে গতিশীল করার জন্য সমবায় অধিদপ্তর ও বিআরডিবিকে একটি একক সংগঠনে রূপান্তরের নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে। (অধ্যায়-চৌদ্দ)	• সরকারের ব্যয় কমবে এবং সমবায়ের কাজে গতিশীলতা আসবে। • দুইটি অধিদপ্তরের অসুস্থ প্রতিযোগিতা হ্রাস পাবে।
১৬.	স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে কর্মরত দুটি প্রকৌশল অধিদপ্তর, যথা: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরকে একত্রিত করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের একটি অভিন্ন ক্যাডার ''জন প্রকৌশল সেবা'' নামক একটি নতুন ক্যাডার সৃষ্টি করে তার অন্তর্ভূক্ত করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। (অধ্যায়-চৌদ্দ)	• প্রকৌশল সেবা সুনির্দিষ্ট ও পরিমাপযোগ্য হবে। গ্রাম পর্যন্ত প্রকৌশল সেবার ব্যাপ্তি ও গভীরতা বৃদ্ধি পাবে। • গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ে অনুমোদিত নকশা ও পরিকল্পনা ছাড়া কোন পাকা স্থাপনা করা যাবেনা।
১৭.	গোপালগঞ্জ, জামালপুর, রংপুর, সিলেট প্রভৃতি জেলায় যেসব নতুন পল্লী উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, সেগুলোর অন্য কোনো বিকল্প ব্যবহারের নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। (অধ্যায়-চৌদ্দ)	অপ্রয়োজনীয় ব্যয় ও প্রশাসনিক ঝামেলা হ্রাস পাবে। দীর্ঘ মেয়াদে এসব প্রতিষ্ঠান সরকারের অর্থের অপচয় ঘটাবে।
১৮.	এনআইএলজি'র ব্যাপক পুনর্গঠন প্রয়োজন। এ প্রতিষ্ঠানটিকে সত্যিকারের একটি স্থানীয় সরকারের গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বার্ড, কুমিল্লা ও আরডিএ, বগুড়া'র প্রাতিষ্ঠানিক মডেল অনুসরণ করা যেতে পারে। (অধ্যায়-চৌদ্দ)	প্রতিষ্ঠানটিকে একাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মনে হয় না এটি কার্যকর কোনো প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এটি একটি কার্যকর একাডেমিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা যায়।
১৯.	সমবায় সেক্টরের জন্য সমবায়ীদের অর্থে একটি পূর্ণাঙ্গ তফসিলি ব্যাংক স্থাপনের সুপারিশ করা হলো। বর্তমান পল্লী উন্নয়ন বিভাগের অধীন পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক ও জাতীয় সমবায় ব্যাংককে এই নবগঠিত তফসিলি ব্যাংকের সাথে দায় দেনা অর্থ সম্পদ নিরূপন করে একীভূত করা যেতে পারে।	সমবায় সেক্টরের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাংক স্থাপন করতে সরকারের কোনো ভূর্তকির প্রয়োজন হবে না। শুধু সমবায়, এনজিও ও অন্যান্যদের মোবিলাইজ করতে হবে। আইনগতভাবে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, জাতীয় সমবায় ব্যাংক, বিআরডিবি'র পদাবিক ও এসএফডিপি এসব প্রতিষ্ঠানের পুঁজি ও সমবায় সমিতির পুঁজি একত্রিত করে নতুন একটি আইন কাঠামোর অধীন নেদারল্যান্ডের সমবায়ীদের রাবো ব্যাংক বা সুইজারল্যান্ডের সমবায়ীদের ব্যাংকো রাইফিসানের অনুরূপ একটি নতুন সমবায় ব্যাংক কাঠামো তৈরি করতে হবে। এ ব্যাংক অবশ্যই পেশাদার ব্যাংকার দ্বারা পরিচালিত হতে হবে।
২০.	এনজিও প্রতিষ্ঠান যারা ক্ষুদ্র ঋনদানের সাথে জড়িত তারাও এই ব্যাংকের অংশীদার হতে পারে।	
২১.	সারাদেশের প্রতিটি ইউনিয়নের একটি ভাল সমবায় সমিতিকে এ ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংক নিয়োগের জন্য তৈরি করে নেয়া যেতে পারে।	
২২.	দেশের সংবিধানের ১৩নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মালিকানার ২য় খাত সমবায়। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় খাত যথা পাবলিক ও প্রাইভেট সেক্টরে ব্যাংক আছে কিন্তু সমবায় খাতে সত্যিকারের পূর্ণাঙ্গ কোনো ব্যাংক নাই। বর্তমানে সমবায়ের কোনো অর্থসংস্থানের সুযোগ নাই। কোনো সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক সমবায়কে ঋন দেয় না।	

ক্র:নং	সংস্কারের বিষয়	মন্তব্য
	জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা	
২৩	জাতীয় ভৌত অবকাঠামো পরিকল্পনা ও জাতীয় ভূমি ব্যবহার অধ্যাদেশ আইন, ২০২৫ জারির সুপারিশ করা হলো। এই আইনের একটি খসড়া তৈরি করে সংযুক্ত করা হয়েছে। (অধ্যায়- ষোলো ও খসড়া আইনটি দ্বিতীয় খন্ডে দেখা যেতে পারে)।	দেশে ভূমি ব্যবহারের জন্য সর্বশেষ ও সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য পালনযোগ্য কোনো আইন নাই। তাই মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য ভূমি ফ্রি স্টাইলে ব্যবহার চলছে। কিছু কিছু ভূমির ব্যবহারকে সুনির্দিষ্ট করে দেয়া প্রয়োজন। নতুবা ১০/২০ বছর পর আবাদী জমি, বনভূমি, জলাভূমি, পাহাড় হাওড়, বাওড় বিলুপ্তি হয়ে যাবে। অপরদিকে গ্রাম শহর সর্বত্র অপরিকল্পিত স্থাপনা নির্মাণের লাগাম টেনে পরিকল্পিত ভাবে স্থাপনা নির্মাণ করে পানি প্রবাহ, পরিবেশ ইত্যাদি রক্ষা করতে হবে।
২৪.	প্রস্তাবিত অধ্যাদেশ অনুসরনে জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা কাউন্সিল গঠন ও কার্যক্রম শুরু করা।	
২৫.	জনপ্রকৌশল অধিদপ্তরে একটি ভৌত পরিকল্পনা ইউনিট স্থাপনসহ জেলা পর্যায়ের ভৌত পরিকল্পনা ইউনিট স্থাপন করা।	
২৬.	জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা কাউন্সিলের সভা করে জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা ও ভূমি অধ্যাদেশ -২০২৫ অনুসরনে বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটি গঠন করা	
	গ্রামীন বিরোধ নিষ্পত্তি ও উপজেলা আদালত	
২৭.	উপজেলা পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত স্থাপন এবং বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একজন সিনিয়র সহকারী জজ এর পদায়নের মাধ্যমে এডিআর আদালত স্থাপনের সুপারিশ করা হলো। (অধ্যায়- দশ)	জেলার নিচে কোন আদালত না থাকার কারণে বিচার ব্যবস্থায় জনগণের অভিগম্যতা সীমিত। তাই উচ্চ ও নিম্ন উভয় আদালতে মামলার জট অসহনীয়।
২৮.	সালিশ ব্যবস্থাকে এডিআর অফিসারের তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত করতে হবে। কোনো সালিশ আপোষ-মীমাংসা না হলে এডিআর অফিসার তার আপিল শুনবেন। এডিআর অফিসার সালিশ ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান ও সক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। যতদিন পর্যন্ত উপজেলা পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ আদালত প্রতিষ্ঠিত না হয়, ততদিন পর্যন্ত গ্রাম আদালত ব্যবস্থা বহাল থাকবে। (অধ্যায়- দশ)	• গ্রামীণ সালিশ ব্যবস্থা গতিশীল হবে। • এডিআর কার্যালয়ের সাথে যুক্ত হওয়ায় সালিশ ব্যবস্থা জোরদার হবে। • গ্রামীণ সালিশকারদের দক্ষতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে।
	স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে অন্যান্য সেবা	
২৯.	ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদকে কার্যকরভাবে স্বাস্থ্য সেবার সাথে সংযুক্ত করার উপায় হিসেবে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে অনুমোদিত জনবল যা আছে তা সম্পূর্ণভাবে পদায়ন করার জন্য কমিশন সুপারিশ করছে এবং এই দুই প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদে জনবল ও সম্পদসহ হস্তান্তরিত হতে পারে। (অধ্যায়- চার)	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ইউনিয়নের এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অব্যবস্থা পুরা জাতির জন্য দূর্ভাগ্যজনক। শুধু বিরাজিত প্রশাসনিক নিয়ম-নীতি কার্যকর করলে এ সমস্যার সুরাহা হয়। প্রতিটি ইউনিয়নে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণ করে একজন মহিলা চিকিৎসকসহ মোট তিনজন চিকিৎসককে পদায়ন করা প্রয়োজন। ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য কেন্দ্র সরকার ইচ্ছা করলে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বেও(পিপিপি) চালাতে পারে।
৩০.	সাধারণভাবে দেখা গেছে, প্রায় সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে একটি বড় সংখ্যক চিকিৎসক সংশ্লিষ্ট উপজেলা থেকে বেতন-ভাতা গ্রহণ করে অন্যত্র সংযুক্তিতে নিয়োজিত। ঠিক একইভাবে ইউনিয়ন	• সংযুক্তিতে অন্যত্র নিয়োজিত কর্মকর্তাদের স্ব-স্ব কর্মস্থলে ফিরিয়া আনা উচিত। • জরাজীর্ণ কেন্দ্রগুলো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে এ অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ করা।

ক্র:নং	সংস্কারের বিষয়	মন্তব্য
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কেন্দ্রগুলোতে অনেক পদ শূন্য ও অবকাঠামো জরাজীর্ণ। এ দুটি বিষয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এসব শূন্যতার পূরণ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের মধ্যে যেন পদক্ষেপ গ্রহণ করে সে বিষয়ে সুপারিশ করা হলো। (অধ্যায়- চার)	• কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের সাথে একীভূত করার একটি নীতি গ্রহণ।
৩১.	প্রায় ১৪,০০০ কমিউনিটি ক্লিনিক-এর মধ্যে বেশিরভাগই প্রায় বন্ধ। তাই ভবিষ্যতে কমিউনিটি ক্লিনিক বন্ধ করে সমস্ত জনবল, সেবা ও সরবরাহ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে স্থানান্তর করা হতে পারে। (অধ্যায়- চার)	
৩২.	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের সাথে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকর সম্পর্ক স্থাপন প্রয়োজন। স্থানীয়ভাবে কোন এনজিও, দানশীল ব্যক্তি ও সংগঠন স্বেচ্ছায় সেবা ও সহায়তা দিতে চাইলে তা ব্যবহারের জন্য নীতিমালা দরকার। (অধ্যায়- চার)	এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে সরকারি ব্যয় না করে স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলো সচল হতে পারে। তবে প্রয়োজনীয় জনবল সরকারকে দিতে হবে।
৩৩.	দেশের প্রায় ৪০ শতাংশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য বলে ধারণা করা হয়। তাছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়মূহে সহকারী প্রধান শিক্ষকের কোনো পদ নেই। এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা তত্ত্বাবধানের অধিকার প্রাপ্ত হতে পারে। (অধ্যায়-চার)	প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে নতুন প্রাণ সঞ্চার হবে।
৩৪.	ইউনিয়ন পরিষদের শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সাথে উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার সংযুক্তির একটি স্থায়ী ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। (অধ্যায়-চার)	ইউনিয়ন পরিষদ শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম জোরদার হবে। স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি সচল হবে।
	স্থানীয় সরকারের অর্থায়ন	
৩৫.	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ দ্বিগুণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়টি জরুরি ভিত্তিতে বিবেচনা করা যেতে পারে। চলতি অর্থ বছরে অন্তত: জিপির এক শতাংশ স্থানীয় সরকারের ব্যয় বরাদ্দ জাতীয় বাজেট থেকে সংস্থান করার সিদ্ধান্ত নিন (অধ্যায়-আট)	বিভিন্ন উৎসের ও তদবিরভিত্তিক বরাদ্দ প্রথা উঠিয়ে দিতে হবে।
৩৬.	সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে বাজেট কোড অনুযায়ী একীভূত বাজেট কাঠামো অনুসরণ করে বাজেট প্রণয়ন করা যেতে পারে। বাজেট কাঠামোর খসড়া মডেল কমিশন প্রতিবেদনে রয়েছে। (অধ্যায়- আট)	সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে বাজেটে শৃঙ্খলা আসবে।
৩৭.	সকল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি যেগুলো স্থানীয় সরকারের ভৌগলিক এলাকায় বাস্তবায়িত হয় সেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের একক কর্তৃত্ব স্থানীয় সরকার পরিষদসমূহের উপর ন্যস্ত করার জন্য কমিশন সুপারিশ করছে।	এখন উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। চেয়ারম্যান কোথাও সরকারি কর্মকর্তা ও এমপি’র সাথে সমন্বয় করেন।

ক্র:নং	সংস্কারের বিষয়	মন্তব্য
৩৮.	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী বাস্তবায়নের সকল কমিটি থেকে এমপি অথবা এমপির প্রতিনিধির সদস্যপদ প্রত্যাহার করে দিতে হবে।	এ ব্যবস্থা বহাল থাকলে দুর্নীতি ও রাজনীতি দুটিই হতে থাকে।
৩৯.	স্থানীয় পর্যায়ে কর আদায়ের কর্তৃত্ব শুধু ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনকে অর্পণ করতে হবে। উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ নানা ফি ও সার্ভিস চার্জ আদায় করতে পারলেও কর আদায়ের অধিকারী হবে না। (অধ্যায়- আট)	বর্তমানে উপজেলা পরিষদ এবং জেলা পরিষদও কর আদায় করে। সকল উপজেলা ও জেলা পরিষদকেই কোনো না কোনো ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে অবস্থিত। সুতরাং করের দ্বৈততা পরিহার করতে হবে।
৪০.	মডেল কর তফসিল হালনাগাদ করতে হবে। খসড়া হালনাগাদকৃত মডেল কর তফসিল কমিশন ইতোমধ্যে প্রস্তুত করেছে। (অধ্যায়- আট)	বিগত এক দশকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেমন হয়েছে তেমনি গ্রাম ও শহর উভয় এলাকারই মূল্য সূচক অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ কর, ফি ও চার্জের হার একই থাকায় সম্ভাবনার তুলনায় অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে রাজস্ব অনেক কম অর্জিত হয়েছে।
৪১.	মধ্য মেয়াদে বিএমডিএফ-এর সংস্কার করে স্থানীয় সরকার ট্রাস্ট ফান্ডে (এলজিটিএফ) রূপান্তরিত করা যেতে পারে। এ তহবিল শুধু পৌরসভা নয় অন্যান্য স্থানীয় সরকার সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগী সবার দান-অনুদান স্থানীয় সরকার ট্রাস্ট ফান্ডে জমা হবে এবং নিয়মানুযায়ী সকল স্থানীয় সরকার সংস্থা এ তহবিল ব্যবহার করতে পারে। (অধ্যায়- আট)	বিএমডিএফ-এর তহবিল সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে যাতে করে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পরিষদসহ পার্বত্য অঞ্চলের পরিষদসমূহও এখান থেকে উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য অর্থায়ন করতে পারে। প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এ ট্রাস্ট ফান্ডে বাধ্যতামূলকভাবে তাদের রাজস্ব আয়ের/উদ্বৃত্তের একটি নির্ধারিত অংশ জমা করবে। প্রকল্পের জন্য অর্থায়ন করতে পারবে।
৪২.	ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে পরিবেশ কর ও পর্যটন কর আরোপের উদ্যোগ নিতে হবে। বেসরকারি/ব্যক্তিগত উদ্যোগে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের জন্য স্থানীয় সরকারকে কর দিতে হবে। করের হার নির্ধারণে টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করতে সুপারিশ করা হলো। (অধ্যায়- আট)	পরিবেশ করের ফলে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমবে। আদায়কৃত করের অর্থ দিয়ে পরিবেশগত ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় গৃহীত প্রকল্পে অর্থায়ন করা যাবে। পর্যটন কর থেকে আহরিত অর্থের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের নিজ নিজ এলাকায় পর্যটনের সুবিধা ও অবকাঠামো উন্নয়ন করবে, বিশেষ প্রাকৃতিক সম্পদ এবং প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক স্থানগুলো সংরক্ষণ করবে যাতে করে পর্যটনকে ঘিরে জনসমাগম বৃদ্ধি পায় এবং নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য ও কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। বেসরকারি উদ্দ্যেগে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন করে বাণিজ্যিক ও নিজস্ব ব্যবহারের উদ্দেশ্যে পানি সরবরাহ হচ্ছে। এ কর্মকাণ্ডে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এতে বাংলাদেশের পানি ব্যবহার নীতিমালারও ব্যত্যয় ঘটে।
৪৩.	হাটবাজারসহ স্থানীয় সম্পদ থেকে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্ভাব্য ইজারা আয়ের মূল্যায়ন করতে হবে এবং সকল হাটবাজারের যথাযথ নিবন্ধন করতে সুপারিশ করা হলো। (অধ্যায়- আট)	দেশে প্রায় ৯,৩৫০টি হাটবাজার চালু হয়েছে কিন্তু সেগুলো নিবন্ধিত নয়। ইজারা মূল্য নির্ধারণে পেশাদার মূল্যায়ন পরিচালিত হয় না। ফলে হাট-বাজারগুলোর উন্নয়ন হয় না এবং এদের যেমন ইজারা হয় না, তেমনি স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকার এ ইজারা মূল্যের রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হয়।
৪৪.	বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অর্থায়নের সূচক (financing index) তৈরি করে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন সস্তরে অর্থায়নের করতে সুপারিশ করা হলো।	বর্তমানে বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে অর্থায়নের কোন সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নেই। রাজনৈতিক বিবেচনায়

ক্র:নং	সংস্কারের বিষয়	মন্তব্য
	(অধ্যায়- আট)	গৃহীত প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনগুলোতে অর্থায়ন করা হয়। উপজেলায় এডিপি বরাদ্দের জন্য আয়তন ও জনসংখ্যাকে বিবেচনায় নেওয়া হয়। অর্থায়নের এ গতানুগতিক ও অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কারণে একই স্তরের স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আর্থিক সক্ষমতা ও উন্নয়নে মধ্যে বিপুল বৈষম্য টিকে থাকছে।
৪৫.	জাতীয়ভাবে আহরিত মূসকের এক-তৃতীয়াংশ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকুলে বরাদ্দ করতে হবে। দীর্ঘ মেয়াদে কেন্দ্রীয় সরকার আহরিত মোট রাজস্বের এক চতুর্থাংশ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তর করতে সুপারিশ করা হলো । (অধ্যায়- আট)	স্থানীয়ভাবে উন্নয়ন কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে কম বরাদ্দ করলেও এক্ষেত্রে সমস্যা হবে না। স্থানীয় অবকাঠামো নির্মাণ স্থানীয় বরাদ্দ থেকে করা হবে।
	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অধিদপ্তর	
৪৬.	প্রতিটি স্থানীয় পরিকল্পনা ও বাজেটের আর্থিক (financial) নিরীক্ষা, কর্মসম্পাদন (performance) নিরীক্ষা ও কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষার জন্য একটি পৃথক অধিদপ্তর গঠন করতে হবে। স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অনুবিভাগকে অধিদপ্তরে উন্নীত করার প্রস্তাব করা হলো। এ অধিদপ্তরের নাম হবে ‘স্থানীয় সরকার অধিদপ্তর’ (অধ্যায়- পনেরো)	যথাযথ নিরীক্ষার অভাবে প্রকল্পসমূহের গুণগত মান যেমন নিশ্চিত করা যায় না, তেমনিভাবে অনেক দুর্নীতি ও অর্থ অপচয়ের সুযোগ তৈরি হয়। আর প্রকল্পগুলো প্রয়োজনীয় ছিল কিনা, সামাজিক ও পরিবেশগত মান বজায় রাখা সম্ভব হয় কিনা এবং স্থানীয় জনগণের উপকারে আসছে কিনা তাও জানা যায় না।
	পার্বত্য তিন জেলার স্থানীয় সরকার	
৪৭.	তিন পার্বত্য জেলার সরকারি ৩০টি দপ্তরের যাবতীয় কাজ, জনবল ও অর্থ তিন জেলা পরিষদের নিকট সম্পূর্ণভাবে হস্তান্তর করতে হবে। আগামী অর্থবছরে (২০২৫-২০২৬) উল্লেখিত দপ্তরসমূহের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদগুলোর কাছে হস্তান্তর হলো কিনা তা জাতীয় সংসদে আলোচিত হতে পারে। (অধ্যায়- নয়)	সাধারণত ধরে নেওয়া হয়েছে যে, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে জেলা পর্যায়ের সরকারী ৩০টি দপ্তরের কাজ, জনবল ও অর্থ সম্পূর্ণরূপে পরিষদগুলোর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে দেখা যায়, দৃশ্যতঃ কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ, বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন ও দপ্তরের বাজেট জেলা পরিষদের তহবিলে হস্তান্তর হয়নি। ফলে পরিষদসমূহ তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারেনা।
৪৮.	তিন পার্বত্য জেলার সব ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভাগুলোকে পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের অধীন ন্যস্ত করা ও এসব প্রতিষ্ঠানের বাজেট স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের নিকট হস্তান্তর করার সুপারিশ করা হলো। (অধ্যায়- নয়)	তিন পার্বত্য জেলার জেলা পরিষদ, আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করলেও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভা) স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীন। তাই জেলার যেকোনো উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে গেলে সমন্বয়হীনতার কারণে সেসব উন্নয়ন কাজে দ্বৈততা সৃষ্টি হয় এবং টেকসই হয় না। তাই স্থানীয় সরকারের এ প্রতিষ্ঠানগুলো পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে হস্তান্তর করে উন্নয়ন পরিকল্পনাসহ অন্যান্য কাজে সমন্বয় আনতে হবে।
৪৯.	(ক) তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ অবিলম্বে (২০২৫ এর মধ্যে) নির্বাচন অনুষ্ঠান করা। (খ) তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচনের জন্য তিন জেলা পরিষদ আইনে সংশোধনী আনা আবশ্যক। আইনের যেসকল ধারায় সংশোধনীর প্রয়োজনীয়তা	১৯৮৯ সালে স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের দ্বারা প্রথম এবং শেষবার নির্বাচন হয়েছিল। এরপরে আর কোনো নির্বাচন হয়নি। যে দল ক্ষমতায় এসেছে সেই দলের মনোনীত ব্যক্তিদের দিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ গঠন করে জেলা পরিষদগুলো পরিচালনা

ক্র:নং	সংস্কারের বিষয়	মন্তব্য
	রয়েছে সেসব ধারাসমূহের সংশোধনীর প্রস্তাবনা সংযুক্ত করা হলো। (দ্বিতীয় খন্ড) (গ) জাতীয় নির্বাচনের ভোটার তালিকা নিয়ে এ নির্বাচন করা যেতে পারে। জেলা পরিষদ নির্বাচনটি হবে সংসদীয় পদ্ধতিতে এবং স্ব-স্ব জাতিসত্তার মানুষ স্ব-স্ব জাতির প্রতিনিধিদের ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবেন। এজন্য পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনে সংশোধনী আনা আবশ্যক। সংশোধনীর একটি খসড়া তৈরি করা হয়েছে। (অধ্যায়- নয়)	করা হয়েছে। ফলে দীর্ঘ তিন দশক ধরে মনোনীত দলীয় লোকদের দ্বারা পরিষদগুলো পরিচালিত হওয়ায় এগুলো দুর্নীতির আখড়া ও অগণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে এবং এ প্রতিষ্ঠানের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত জরিপে দেখা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামের ৮৬ শতাংশ মানুষ পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন চায়। তাই এ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন অতি দ্রুত সম্পন্ন করা দরকার।
৫০.	পার্বত্য জেলার তিন সার্কেল চীফগণকে জেলা পরিষদে স্থায়ী সদস্য পদে অন্তর্ভূক্ত করলে তার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। (অধ্যায়- নয়)	পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ২৬নং ধারায় বলা আছে- পরিষদের সভায় সার্কেল চীফগণের যোগদানের অধিকার আছে। কিন্তু এ ধারাটি বাধ্যতামূলক বা আবশ্যিক নয়। তাই সার্কেল চীফদের কখনো পরিষদের সভায় ডাকা হয় না। কিন্তু প্রথাগত নেতা হিসেবে স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় তাদের একটা ভূমিকা থাকা আবশ্যক। পার্বত্য জেলার তিন সার্কেল চীফগণকে জেলা পরিষদে স্থায়ী সদস্য পদে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।
৫১.	বাজার ফান্ড প্রতিষ্ঠানটি বিলুপ্ত করে বাজারগুলোকে মুক্ত নিলামের মাধ্যমে ইজারা প্রদান করা যেতে পারে। ইজারালব্দ অর্থ ইউনিয়ন পরিষদে ৫০%, পৌর এলাকায় হলে পৌরসভা ৫০%, সার্কেল চীফ এর কার্যালয় ১০%, এবং সরকার ৪০% হারে পাবে। আর বাজার ফান্ডের কর্মচারিগণ জেলা পরিষদে আত্মীকৃত হবেন। (অধ্যায়- নয়)	বাজার ফান্ড জেলা পরিষদের অধীন। পরিষদসমূহ একদিকে সরকারের রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ পায়, অন্যদিকে, বাজার ফান্ডের আহরিত অর্থও জেলা পরিষদ নেয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের হাট বাজারগুলো থেকে প্রচুর পরিমাণে রাজস্ব আদায় হলেও চাঁদাবাজি ও দুর্নীতির মাধ্যমে সেই অর্থ আত্মসাত হচ্ছে।
৫২.	পার্বত্য তিন জেলায় ঠিকাদার ও সরবরাহকারীদের আয়কর মওকুফ রহিত করে তা আদায় বহাল করার সুপারিশ করা হয়েছে। (অধ্যায়-নয়)	এ ভ্যাট মওকুফে পার্বত্য জেলার পাহাড়ি-বাঙালি কোন গরীব উপকৃত হয় না। একটি মধ্যস্বত্বভোগী এ অর্থে উপকৃত হয়।
	স্থানীয় সরকার সার্ভিস	
৫৩.	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জনবল কাঠামোকে একটি সমন্বিত ব্যবস্থাপনার সাম্যতার অধীন কার্যকর ব্যবস্থায় রূপান্তরের স্বার্থে একটি ‘‘স্থানীয় সরকার সার্ভিস’’ কাঠামো সৃষ্টি করতে হবে। (অধ্যায়-তেরো খসড়া আইন দ্বিতীয় খন্ড)	স্থানীয় সরকারের কর্মরত জনবলের কোনো চাকরির নিশ্চয়তা নেই, নেই কোন একীভূত সার্ভিস কাঠামো। মেধা ও যোগ্যতার চেয়ে নিয়োগে রাজনৈতিক বিবেচনা প্রাধান্য পায়। এ ব্যবস্থা থেকে মুক্ত হতে হবে।
	স্থানীয় সরকার কমিশন	
৫৪.	স্থায়ী ‘স্থানীয় সরকার কমিশন’ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি অধ্যাদেশ জারি করে এবং অতি সত্বর স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন করে তাকে কার্যকর করার সুপারিশ করা হলো। এ মর্মে একটি অধ্যাদেশের খসড়া কমিশন প্রস্তুত করেছে। (অধ্যায়-বারো ও অধ্যাদেশের খসড়া দ্বিতীয় খন্ডে দেখুন)	১। স্থানীয় সরকার বিষয়ক আইন-কানুন, বিধি-বিধান ইত্যাদি প্রণয়ন, সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন ইত্যাদির থিংক ট্যাংক হিসেবে কাজ করবে। ২। স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের যাবতীয় সুপারিশ বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য এ কমিশন প্রয়োজন। ৩। স্থানীয় সরকার কমিশন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ন্যায়পাল হিসেবেও কাজ করবে।
	মহানগরের স্থানীয় সরকার	
৫৫.	দীর্ঘমেয়াদে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর জন্য দ্বি-স্তর	দেশের প্রশাসনিক রাজধানী ও বাণিজ্যিক রাজধানী

ক্র:নং	সংস্কারের বিষয়	মন্তব্য
	বিশিষ্ট মহানগর সরকার (সিটি গভর্নমেন্ট) সৃষ্টির সুপারিশ করা হয়েছে। মধ্যমেয়াদে অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনে সিটি গভর্নমেন্ট সৃষ্টির পরীক্ষা-নিরীক্ষা হতে পারে। এ সিটি গভর্নমেন্ট দুই স্তর বিশিষ্ট হতে পারে। যেমন ঢাকা শহরে ২০/২৫ টি ছোট সিটি কাউন্সিল হতে পারে। আবার ঢাকা উত্তর-দক্ষিণে দুই সিটি কর্পোরেশন মিলে একটি বৃহত্তর সিটি কর্পোরেশন হতে পারে। (অধ্যায়-ছয়)	এ দুই মহানগর ব্যবস্থাপনায় বর্তমান সিটি কর্পোরেশন কাঠামো ও কার্যাবলি পর্যাপ্ত ও যথেষ্ট নয়। এই দুই মহানগরের নগর ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক পরিবর্তন প্রয়োজন। ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনকে একত্রিত করে একটি বৃহত্তর ঢাকা মহানগরী কাউন্সিল এবং পুরো ঢাকা শহরাঞ্চল জুড়ে বিশটি সিটি কাউন্সিল গঠিত হতে পারে। একইভাবে বৃহত্তর চট্টগ্রাম মহানগর কাউন্সিল ও পুরো মহানগরে আরো দশটি ছোট ছোট সিটি কাউন্সিল গঠিত হতে পারে। যাদের গঠন কাঠামো, কার্যাবলি অন্যান্য সেবা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক ও অর্থায়নে বিশদ কাজ করার প্রয়োজন হবে।
	বিবিধ বিষয়াবলী	
৫৬.	স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতির তিনটি স্তর আছে (১) মেঘা প্রকল্প দুর্নীতি (২) সেবা প্রার্থীদের সাথে অনিয়ম ও দুর্নীতি এবং স্থানীয় সরকা প্রতিষ্ঠানের ভেতরের এক বিভাগ আরেক বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দূর্নীতি। (অধ্যায়-তেরো)	অনিয়ম, রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও দুর্নীতির এক ঘুর্ণাবর্তে পুরো স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা জর্জরিত। ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সিটি কর্পোরেশনের প্রত্যেক বিভাগ-অনুবিভাগ এবং টেবিলে টেবিলে অনিয়ম, অদক্ষতা ও দুর্নীতি। মনিটরিং ডিজিটাইজেশন, অডিট এবং অনিয়মের কড়া শাস্তির বিধান এখানে একটি অপরিহার্য বিষয় হওয়া উচিত।
৫৭.	সরকার অত্যন্ত গুরত্ব সহকারে সারা দেশের সরকার ব্যবস্থার প্রতিটি অঙ্গ যথা আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের জন্য প্রযোজ্য একটি জাতীয় বিকেন্দ্রিকরণ নীতি ঘোষণা করতে পারে। (অধ্যায়- তিন, চার ও আঠারো)	জাতীয় বিকেন্দ্রায়ন নীতির আলোকে সকল মন্ত্রণালয়, দপ্তর, অধিদপ্তর তাদের নিজ নিজ সংগঠনের কার্যাবলি ও পুনর্বিন্যাস করবে।
৫৮.	দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নাগরিক পরিসরের বিকাশ এবং ব্যক্তি উদ্যোগ সমষ্টিক উদ্যোগ ও দাতব্য উদ্যোগকে উৎসাহিত করার সমস্ত ব্যবস্থা বিকেন্দ্রায়ন নীতির অন্তর্ভূক্ত হবে মর্মে সুপারিশ করা হলো।	এক সময় দেশের প্রায় ৯০% স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, সড়ক, সেতু ইত্যাদি দাতব্য বা কমিউনিটি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখন সরকার অনেক বেশী আগ্রাসী হওয়ায় জন উদ্যোগ হ্রাস পেয়েছে। এক্ষেত্রে নতুন কৌশল প্রয়োজন।
৫৯.	জাতিসংঘের উদ্যোগে বিশ্বব্যাপী স্থানীয় সরকারের সার্বিক উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘ স্থানীয় সরকার সংস্থা (UN Agency for Local Government Promotion) শীর্ষক একটি সংস্থা গঠনের প্রস্তাব বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘে পেশ করতে পারে। বাংলাদেশ এই সংস্থার সদর দপ্তর বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত করতে পারে।	জাতিসংঘের এ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিবেদিত কোনো সংস্থা নেই। বাংলাদেশ এ সংস্থাটির হোস্ট হতে পারে। সদর দপ্তর বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।
৬০.	প্রতিবছর জানুয়ারির শেষ সপ্তাহের শনিবার আন্তর্জাতিক স্থানীয় সরকার দিবস পালনের জন্য জাতিসংঘে বাংলাদেশ একটি প্রস্তাব গ্রহণের আবেদন করতে পারে মর্মে সুপারিশ করা হলো।	বর্তমানে ২৪৮টি দিবস পালিত হয়। জানুয়ারি মাসে মাত্র ৬টি দিবস রয়েছে। তাই জানুয়ারিতে এ দিবসটি পালিত হতে পারে।

ভৌগোলিক ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে ইউনিয়ন পরিষদ কাঠামো ওয়ার্ড সংখ্যা ৯-৩৯ পর্যন্ত হতে পারে

বিধানিক অংশ

- সকল নির্বাচিত সদস্য
- পরিষদ নেতা (চেয়ারম্যান)
- সভাধ্যক্ষ
- সকল স্থায়ী কমিটি
- সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ
- অফিস সহকারী
- অফিস সহায়ক

নির্বাহী অংশ

সরকার কর্তৃক প্রেষণে দেয়া সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

- উপ-সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি
- ম্যাকানিক (ডিপিএইচই)
- উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা (এজি.)
- এইচএ/এইচআই/এফডাব্লিউএ/এফডাব্লিউআই
- এইও
- সহকারী পশু চিকিৎসক (পশু চিকিৎসা কেন্দ্র)
- সহকারী কর্মকর্তা (মাৎস্য)
- সমাজকর্মী
- আনসার-ভিডিপি

চেয়ারম্যান ও নির্বাহী পরিষদ

- ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা
- উপ-সহকারী প্রকৌশলী
- হিসাব সহকারী
- অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
- কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কর্মী
- অফিস সহায়ক
- গ্রাম পুলিশ ও আনসার বাহিনী

⊛ বি: দ্র: সংগঠন কাঠামো ও টিওএন্ডই সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

উপজেলা পরিষদ

ভৌগোলিক ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে একটি ইউনিয়নকে ৩টি উপজেলা ওয়ার্ড এ ভাগ করা যেতে পারে ৩০ (১০x৩)

বিধানিক অংশ

- সকল নির্বাচিত সদস্য
- পরিষদ নেতা (চেয়ারম্যান)
- ছায়া পরিষদ নেতা
- সভাধ্যক্ষ
- সকল স্থায়ী কমিটি
- সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ
- অফিস সহকারী
- অফিস সহায়ক

অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারি বিভাগ উপজেলার এর সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নয়

- পোষ্ট এন্ড টেলিকমিনেশন
- গ্যাস সরবরাহ
- বিদ্যুৎ সরবরাহ
- সড়ক ও জনপথ/রেলওয়ে
- গণপূর্ত
- খেলাধুলা এবং সংস্কৃতি
- ব্যাংক
- এনজিও
- ব্যক্তি খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহ

অহস্তান্তরিত বিভাগ

- পুলিশ
- পরিসংখ্যান
- উপজেলা হিসাব রক্ষণ
- উপজেলা ভূমি অফিস
- সাব-রেজিষ্টার
- উপজেলা নির্বাচন অফিস
- সহকারী কমিশনার (ভূমি)
- আনসার ও ভিডিপি

হস্তান্তরিত বিভাগ

- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (ইউএনও)
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
- প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা অধিদপ্তর
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
- প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর
- মৎস্য অধিদপ্তর
- সমাজ সেবা অধিদপ্তর
- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
- যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
- ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর
- বিআরডিবি
- সমবায় অধিদপ্তর
- আনসার ও ভিডিপি বিভাগ
- বন অধিদপ্তর
- পানি উন্নয়ন বোর্ড (প্রস্তাবিত)
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা

নির্বাহী অংশ

চেয়ারম্যান ও চেয়ারম্যানের নির্বাহী পরিষদ

পরিষদের নিজস্ব কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

- পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ
- প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
- পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কর্মকর্তা
- অর্থ ও বাজেট কর্মকর্তা
- অফিস সহকারী
- বিদ্যমান কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ (ওএস, সিএ, গাড়ী চালক ও অফিস সহায়ক)

⊛ বি: দ্র: সংগঠন কাঠামো ও টিওএন্ডই সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

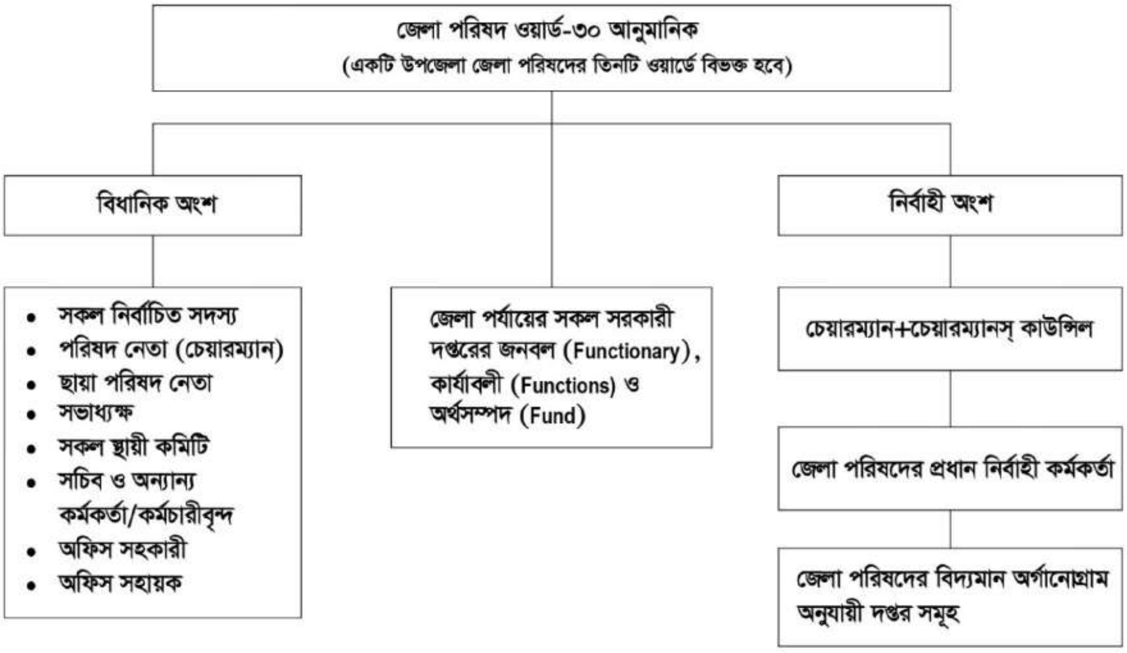
জেলা পরিষদ ওয়ার্ড-৩০ আনুমানিক
(একটি উপজেলা জেলা পরিষদের তিনটি ওয়ার্ডে বিভক্ত হবে)
বিধানিক অংশ
নির্বাহী অংশ
সকল নির্বাচিত সদস্য
পরিষদ নেতা (চেয়ারম্যান)
ছায়া পরিষদ নেতা
সভাধ্যক্ষ
সকল স্থায়ী কমিটি
সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ
অফিস সহকারী
অফিস সহায়ক
জেলা পর্যায়ের সকল সরকারী দপ্তরের জনবল (Functionary), কার্যাবলী (Functions) ও অর্থসম্পদ (Fund)
চেয়ারম্যান+চেয়ারম্যানস্ কাউন্সিল
জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
জেলা পরিষদের বিদ্যমান অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী দপ্তর সমূহ

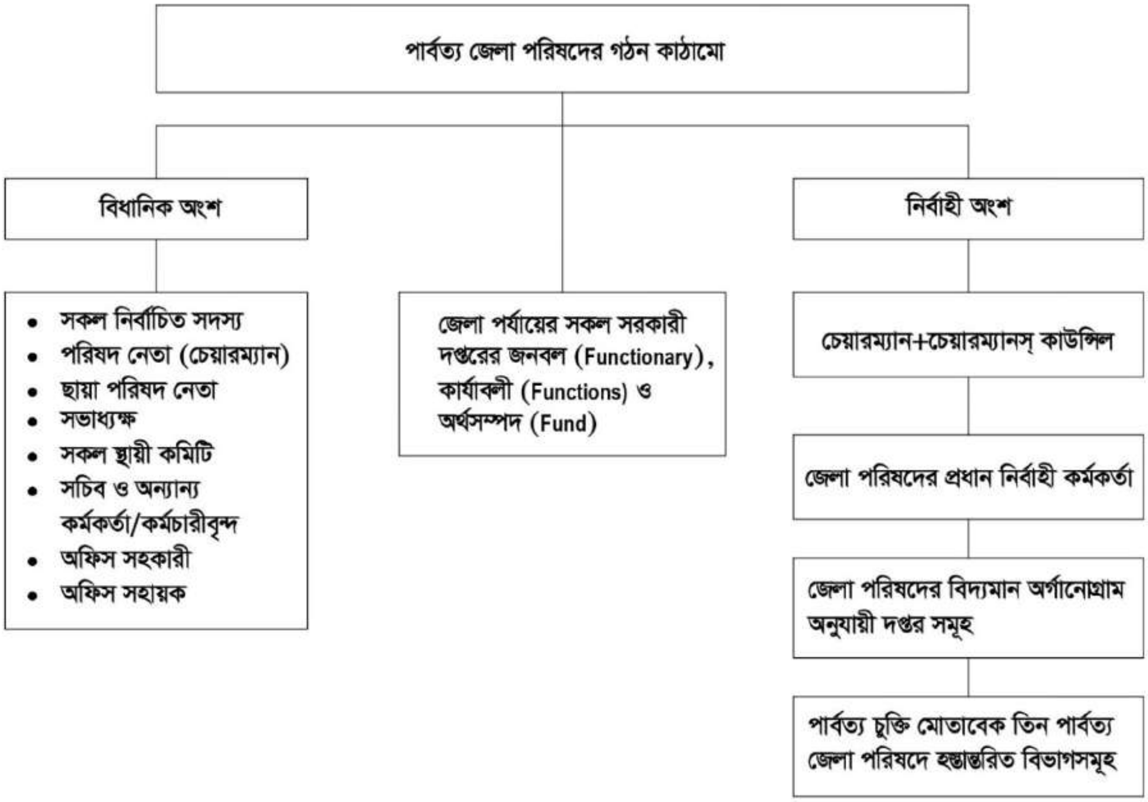
পার্বত্য জেলা পরিষদের গঠন কাঠামো
বিধানিক অংশ
নির্বাহী অংশ
সকল নির্বাচিত সদস্য
পরিষদ নেতা (চেয়ারম্যান)
ছায়া পরিষদ নেতা
সভাধ্যক্ষ
সকল স্থায়ী কমিটি
সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ
অফিস সহকারী
অফিস সহায়ক
জেলা পর্যায়ের সকল সরকারী দপ্তরের জনবল (Functionary), কার্যাবলী (Functions) ও অর্থসম্পদ (Fund)
চেয়ারম্যান+চেয়ারম্যানস্ কাউন্সিল
জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
জেলা পরিষদের বিদ্যমান অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী দপ্তর সমূহ
পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ

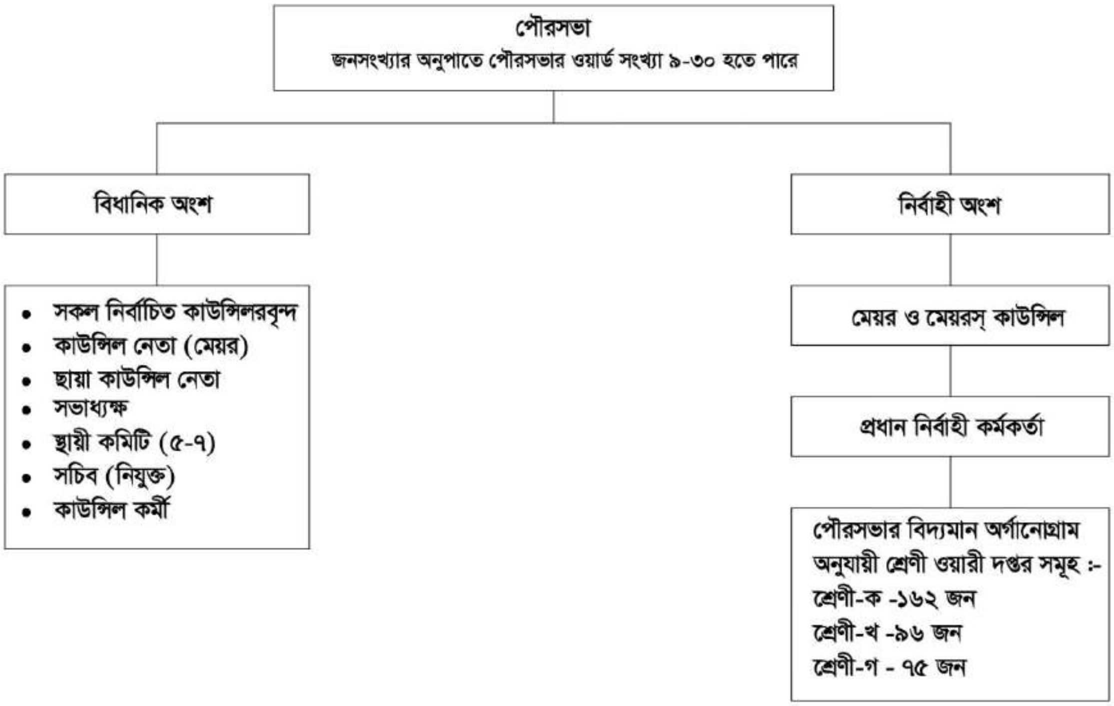
পৌরসভা
জনসংখ্যার অনুপাতে পৌরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা ৯-৩০ হতে পারে
বিধানিক অংশ
সকল নির্বাচিত কাউন্সিলরবৃন্দ
কাউন্সিল নেতা (মেয়র)
ছায়া কাউন্সিল নেতা
সভাধ্যক্ষ
স্থায়ী কমিটি (৫-৭)
সচিব (নিযুক্ত)
কাউন্সিল কর্মী
নির্বাহী অংশ
মেয়র ও মেয়রস্ কাউন্সিল
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
পৌরসভার বিদ্যমান অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী শ্রেণী ওয়ারী দপ্তর সমূহ :-
শ্রেণী-ক -১৬২ জন
শ্রেণী-খ -৯৬ জন
শ্রেণী-গ - ৭৫ জন

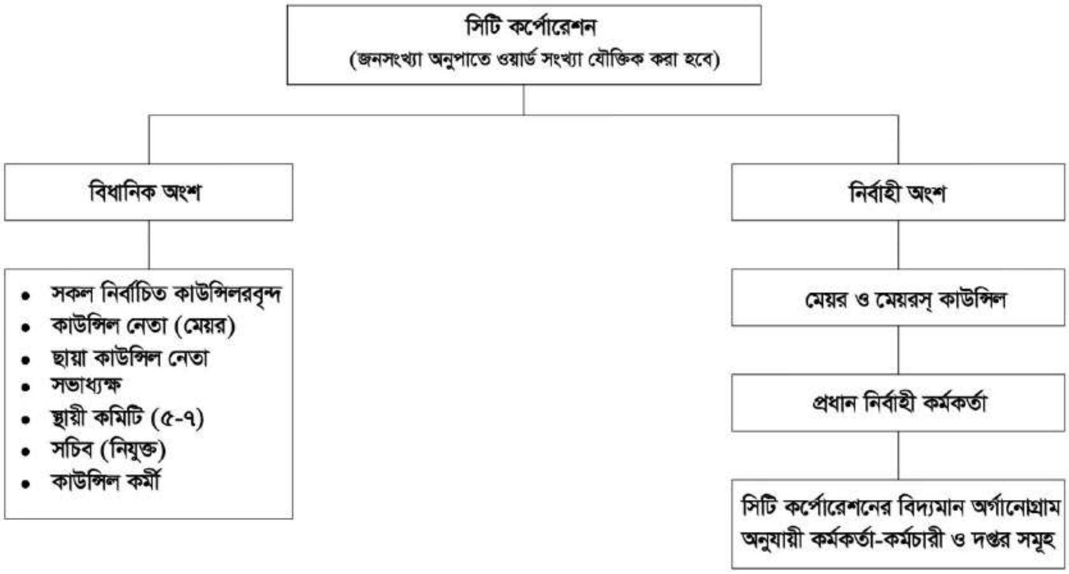
সিটি কর্পোরেশন
(জনসংখ্যা অনুপাতে ওয়ার্ড সংখ্যা যৌক্তিক করা হবে)
বিধানিক অংশ
সকল নির্বাচিত কাউন্সিলরবৃন্দ
কাউন্সিল নেতা (মেয়র)
ছায়া কাউন্সিল নেতা
সভাধ্যক্ষ
স্থায়ী কমিটি (৫-৭)
সচিব (নিযুক্ত)
কাউন্সিল কর্মী
নির্বাহী অংশ
মেয়র ও মেয়রস্ কাউন্সিল
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
সিটি কর্পোরেশনের বিদ্যমান অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারী ও দপ্তর সমূহ

স্থানীয় সরকার নির্বাচন ব্যবস্থা
জেলা পরিষদ ওয়ার্ড
১ ২ ৩
৪ ৫ ৬
৭ ৮ ৯
১০ ১১ ১২
১৩ ১৪ ১৫
১৬ ১৭ ১৮
১৯ ২০ ২১
২২ ২৩ ২৪
২৫ ২৬ ২৭
২৮ ২৯ ৩০
৩১ ৩২ ৩৩
উপজেলা পরিষদ ওয়ার্ড
১ ২ ৩
৪ ৫ ৬
৭ ৮ ৯
১০ ১১ ১২
১৩ ১৪ ১৫
১৬ ১৭ ১৮
১৯ ২০ ২১
২২ ২৩ ২৪
২৫ ২৬ ২৭
২৮ ২৯ ৩০
৩১ ৩২ ৩৩
ইউনিয়ন পরিষদ ওয়ার্ড
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১

পৌরসভা নির্বাচন ব্যবস্থা
জেলা পরিষদ ওয়ার্ড
১ ২ ৩
৪ ৫ ৬
৭ ৮ ৯
১০ ১১ ১২
১৩ ১৪ ১৫
১৬ ১৭ ১৮
১৯ ২০ ২১
২২ ২৩ ২৪
২৫ ২৬ ২৭
২৮ ২৯ ৩০
৩১ ৩২ ৩৩
উপজেলা পরিষদ ওয়ার্ড
১ ২ ৩
৪ ৫ ৬
৭ ৮ ৯
১০ ১১ ১২
১৩ ১৪ ১৫
১৬ ১৭ ১৮
১৯ ২০ ২১
২২ ২৩ ২৪
২৫ ২৬ ২৭
২৮ ২৯ ৩০
৩১ ৩২ ৩৩
পৌরসভা
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১

সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ব্যবস্থা
জেলা পরিষদ ওয়ার্ড
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০
সিটি কর্পোরেশন

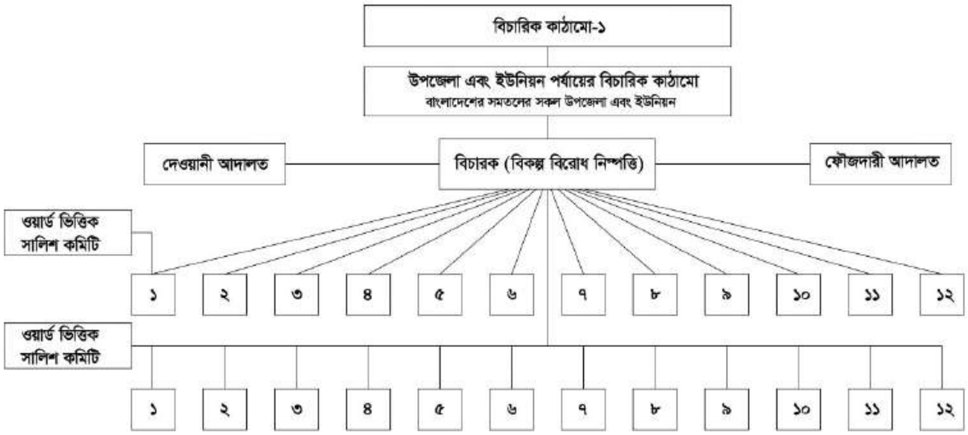
বিচারিক কাঠামো-১
উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের বিচারিক কাঠামো
বাংলাদেশের সমতলের সকল উপজেলা এবং ইউনিয়ন
দেওয়ানী আদালত
বিচারক (বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি)
ফৌজদারী আদালত
ওয়ার্ড ভিত্তিক সালিশ কমিটি
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২
ওয়ার্ড ভিত্তিক সালিশ কমিটি
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

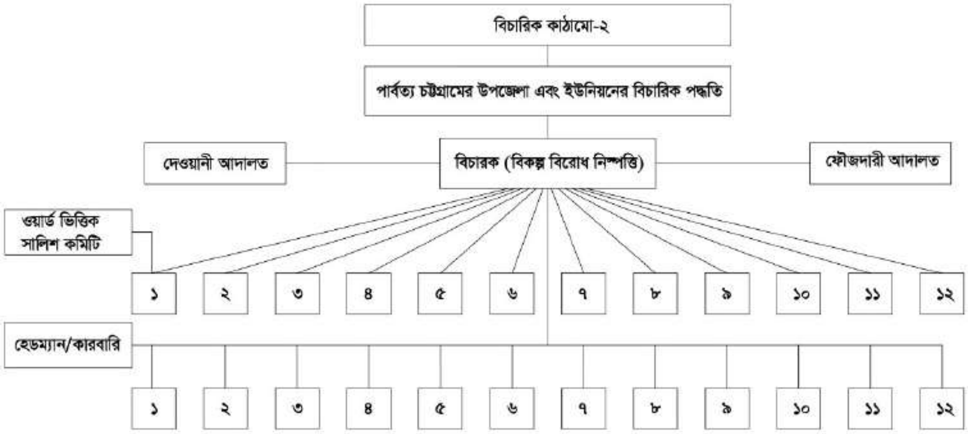
বিচারিক কাঠামো-২
পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজেলা এবং ইউনিয়নের বিচারিক পদ্ধতি
দেওয়ানী আদালত
বিচারক (বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি)
ফৌজদারী আদালত
ওয়ার্ড ভিত্তিক সালিশ কমিটি
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২
হেডম্যান/কারবারি
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

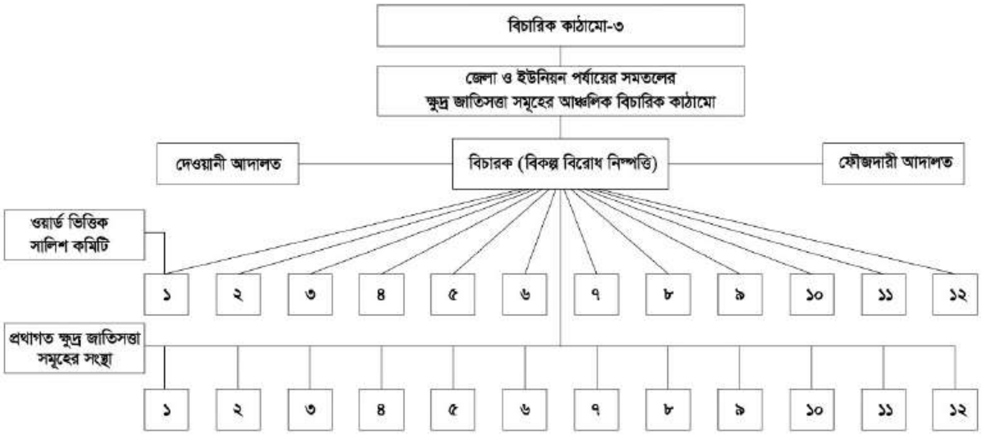
বিচারিক কাঠামো-৩
জেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের সমতলের
ক্ষুদ্র জাতিসত্তা সমূহের আঞ্চলিক বিচারিক কাঠামো
দেওয়ানী আদালত
বিচারক (বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি)
ফৌজদারী আদালত
ওয়ার্ড ভিত্তিক সালিশ কমিটি
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২
প্রথাগত ক্ষুদ্র জাতিসত্তা সমূহের সংস্থা
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২